গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মহাপরিচালক
ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর

এবং

সচিব
সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

জুলাই ১, ২০১৮ হতে জুন ৩০, ২০১৯ পর্যন্ত

সূচিপত্র

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১.	উপক্রমণিকা	৩
২.	কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র	৪
৩.	সেকশন ১ : রূপকল্প ,অভিলক্ষ্য, কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং প্রধান কার্যাবলি	৫
৪.	সেকশন ২ : বিভিন্ন কার্যকমের চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact)	৬
৫.	সেকশন ৩ : কৌশলগত উদ্দেশ্যভিত্তিক কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ	৭-১০
৬.	অঙ্গীকারনামা	১১
৭.	সংযোজনী ১ : শব্দসংক্ষেপ	১২
৮.	সংযোজনী ২ : কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী কার্যালয়সমূহ এবং পরিমাপ পদ্ধতি	১৩-১৫
৯.	সংযোজনী ৩ : কর্মসম্পাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে অন্যান্য কার্যালয়ের নিকট সুনির্দিষ্ট চাহিদা	১৬

উপক্রমণিকা (preamble)

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রূপকল্প ২০২১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে-

মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর

এবং

সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এর মধ্যে ২০১৮ সালের জুন মাসের ১০ তারিখে এই বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হল।

এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সম্মত হলেন:

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর এর কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র
(Overview of the Performance of the Department of Fire Service & Civil Defence)

সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহ :

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এর সুরক্ষা সেবা বিভাগের অধীন প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট যে কোন দুর্যোগে প্রথম সাড়াদানকারী জাতীয় প্রতিষ্ঠান। গতি, সেবা ও ত্যাগ এ ৩টি মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে এ অধিদপ্তরের কর্মীকগণ পেশাগত দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে ইতোমধ্যে জাতীয় আস্থা ও নির্ভরতার প্রতীকে পরিণত হয়েছে। বর্তমানে এ সংস্থার জনবল ৯,০০০ এর উর্ধ্বে এবং স্টেশন সংখ্যা ৩৩৫টি । এ্যাম্বুলেন্স সার্ভিসসহ যে কোন দুর্ঘটনায় সাড়া প্রদানের জন্য এ অধিদপ্তর ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি সার্ভিস ৯৯৯' এ সংযুক্ত হয়েছে। ২৬/১২/১৭খ্রিঃ ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি সার্ভিস ৯৯৯' এর মাধ্যমে অদ্যবধি ৪৯১৯টি অগ্নিকান্ড এবং ২২৬৩টি দুর্ঘটনার সংবাদ গৃহীত হয়েছে এবং ৩৯১টি এ্যাম্বুলেন্স কলের মাধ্যমে ৩৯১ জন রোগী হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে। সারাদেশে এ প্রতিষ্ঠানের সেবা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ৩টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে। প্রকল্পগুলো বাস্তবায়িত হলে স্টেশনের সংখ্যা হবে ৫৫২টি এবং জনবল হবে ১৫০০০ এর অধিক। অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৪১৫ কোটি টাকার আধুনিক গাড়ি-পাম্প ও সাজ-সরঞ্জামাদি সংগ্রহ করা হয়েছে। সরু রাস্তা, ট্রাফিক জ্যামের মধ্যে বিরূপ পরিবেশে যে কোন দূর্যোগে দ্রুত সাড়া প্রদানের জন্য মূল স্টেশনের ব্যাকআপ হিসেবে ঢাকা মহানগরীতে ১১টি স্থান চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় সংখ্যক মোবাইল ফায়ার ইউনিট মোতায়েন করা হয়েছে। অগ্নি সেনাগণের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ৫০ (পঞ্চাশ) শয্যা বিশিষ্ট বার্ণ ট্রিটমেন্ট হাসপাতাল এর পূর্ত কাজ সম্পন্ন হয়েছে, এ হাসপাতালের জন্য প্রয়োজনীয় জনবলের পদ সৃজন প্রক্রিয়াধীন। আশা করা যাচ্ছে যে স্বল্প সময়ের মধ্যে চিকিৎসা কার্যক্রম চালু হবে। এ সংস্থা ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ১৪,৩৭৭ টি, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ১৮০৪৯টি ও ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ১৪,৫৩৩ টি, অগ্নি নির্বাপণের অংশ গ্রহণের মাধ্যমে মোট ৫২১০ কোটি টাকার সম্পদ রক্ষা করত সক্ষম হয়েছে। গত ০৩ বছরে ১৭৭৯৭ টি সড়ক ও নৌ দুর্ঘটনাউত্তর উদ্ধার কার্যক্রমে অংশ নিয়ে ২৯৭৫৯ জনের জীবন রক্ষা, ৪৮৫২ জনের মৃতদেহ উদ্ধার করে স্বজনদের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। এছাড়া ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে পদ্মায় এম.ভি মোস্তফা লঞ্চডুবি (৮০ টি মৃতদেহ উদ্ধার), ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে ট্যাম্পাকো অগ্নিকান্ডে (৩৯টি মৃতদেহ উদ্ধার) ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে বহদ্দারহাটে গার্ডার ধ্বস, পাহাড় ধ্বসের উদ্ধার কাযর্ক্রম, চট্টগ্রামের আনোয়ারায় এযাবৎ কালের ঘটে যাওয়া সবচেয়ে ভয়াবহ এ্যামোনিয়া ট্যাংক বিস্ফোরণে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এর কর্মীদের সাহসিকতাপূর্ণ পদক্ষেপসমূহ সরকারের সর্বমহলে প্রশংসিত হয়। গত ১১/০৯/২০১৭ তারিখ হতে স্মরণকালের সবচেয়ে বড় মায়ানমার থেকে কক্সবাজার/টেকনাফ ও উখিয়ায় আগত রোহিঙ্গা শরনার্থীদের অন্যান্য বাহিনীর সাথে সম্মিলিতভাবে সকল ধরনের সহযোগিতা প্রদান, মুন্সিগঞ্জ অগ্নিকান্ডে (০৬টি), মাল্টিফ্যাবস লিঃ, কাশিমপুর, গাজীপুরে বয়লার বিস্ফোরণে (১৩টি) মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। এছাড়া ফায়ার লাইসেন্স ও প্রতিবেদন প্রদানের মাধ্যমে ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে ৭.০০ কোটি, ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে ৭.৫০ কোটি ও ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে ৬.৫৯ কোটি টাকা রাজস্ব আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে। বর্তমান সময়ে বিভিন্ন জঙ্গি তৎপরতা নির্মূলে অন্যান্য বাহিনীর সাথে যৌথ অভিযানে অগ্নিসেনারা অংশগ্রহণ করছে। এ ধরণের জঙ্গি দমন অভিযানে অংশগ্রহণ করে ১১ মে ২০১৭ ফায়ারম্যান জনাব আঃ মতিন শাহাদাত বরণ করেছেন। পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গত তিন বছরে মোট ৩৪৬ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর বৈদেশিক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে।

সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ :

অগ্নি নির্বাপণের জন্য শহর এলাকায় পর্যাপ্ত পানির অভাব, হাইড্রেন্ট ব্যবস্থা না থাকা, ট্রাফিক জ্যাম ও অপ্রশস্ত রাস্তাঘাটের কারণে অগ্নিকান্ডসহ অন্যান্য দূর্যোগকালীন সময়ে অকুস্থলে সময়মত পৌঁছা সহজসাধ্য নয়। বহুমাত্রিক ঝুঁকিপূর্ণ অগ্নিকান্ড, অপরিকল্পিত নগরায়ন ও শিল্পায়ন, আবাসিক এলাকায় শিল্প প্রতিষ্ঠানসহ কেমিক্যাল দোকান/ গোডাউন স্থাপন এবং BNBC অনুসরণ না করে ভবন নির্মাণের কারণে অগ্নিকান্ডসহ অন্যান্য দুর্ঘটনায় উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনা করা চ্যালেঞ্জিং। আধুনিক ও যুগোপযোগী উদ্ধার সরঞ্জাম ও জনবলের স্বল্পতা, সাংগঠনিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ ইত্যাদি বর্তমান সময়ে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের মূল চ্যালেঞ্জ বিবেচিত।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা :

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় নির্দেশনা অনুযায়ী প্রতিটি উপজেলায় ন্যূনতম একটি ফায়ার স্টেশন স্থাপনের লক্ষ্যে চলমান ৩টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন শেষ হলে দেশে ফায়ার স্টেশনের সংখ্যা ৫৫৪ টি এবং জনবল হবে প্রায় ১৫০০০। ভূমিকম্পসহ যে কোন দুর্যোগে তাৎক্ষণিক সাড়াদানের জন্য সারাদেশে ৬২০০০ (বাষট্টি হাজার) স্বেচ্ছাসেবক তৈরির কার্যক্রম চলমান। মডার্ন ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্প এর মাধ্যমে ১১টি মডার্ণ ফায়ার স্টেশন স্থাপন, ডুবুবি ইউনিট সম্প্রসারণ, ১০টি বিশেষায়িত অগ্নি নির্বাপণ ও উদ্ধার ইউনিট স্থাপন, JICA ও KOICA-র সহায়তায় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের জন্য আধুনিক হেডকোয়ার্টার ও EOC স্থাপন এবং আধুনিক ও বিশ্বমানের প্রশিক্ষণ পরিচালনার লক্ষ্যে রাজউকের পূর্বাচল উপশহরে ক্রয়কৃত জমিতে ট্রেনিং সাপোর্ট ফায়ার স্টেশনসহ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স ট্রেনিং একাডেমি স্থানান্তরিত হবে। স্ট্রেংথনিং এবেলিটি অব ফায়ার ইর্মাজেন্সি রেসপন্স (সাফার) প্রজেক্ট এর মাধ্যমে ফায়ার এন্ড রেসকিউ সরঞ্জাম, এস্টাবলিশমেন্ট অব ফায়ার এন্ড রেসকিউ স্পেশাল অপারেশন উইং (FARSOW) প্রকল্পের মাধ্যমে ১০টি বিশেষায়িত অগ্নিনির্বাপণ ও উদ্ধার ইউনিট গঠন, ৪০ ফুট দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট এয়ার ব্রিদিং ও গ্যাস ফায়ার্ড ফায়ার ফাইটিং ট্রেনিং গ্যালারি, অ্যাম্বুলেন্স সেবা সম্প্রসারণ প্রকল্প, ওয়্যারলেস ও টেলিকমিউনিকেশন ব্যবস্থা আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প, ২৬টি দপ্তর/ আবাসিক ভবন নির্মাণ করা হবে। এছাড়া অধিদপ্তরে বিভিন্ন পদে পদোন্নতির সুযোগ বৃদ্ধিসহ সংশ্লিষ্টদের পদমর্যাদা উন্নীত করার লক্ষ্যে প্রচলিত নিয়োগবিধি-১৯৯৯ হালনাগাদ করা হবে। অগ্নি প্রতিরোধ ও নির্বাপণ আইন প্রয়োগ সহজীকরণের লক্ষ্যে আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। রাজস্ব আদায় বৃদ্ধিসহ অগ্নি প্রতিরোধ ব্যবস্থা নিশ্চিতকল্পে অগ্নি প্রতিরোধ ও নির্বাপণ বিধিমালা-২০১৪ সম্ভাব্য স্বল্প সময়ের মধ্যে সংশোধন করা হবে।

২০১৮-১৯ অর্থবছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমুহ :

- অগ্নিসহ যে কোন দুর্ঘটনায় ১০০ ভাগ সাড়া প্রদান করা হবে;
- দুর্ঘটনায় আক্রান্তদের উদ্ধারপূর্বক চিকিৎসালয়ে স্থানান্তর করা হবে;
- অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিসের মাধ্যমে ১০৪০০ জন রোগী পরিবহণ করা হবে;
- তাৎক্ষণিক সেবা প্রদানের জন্য দুর্ঘটনা প্রবণ ৯০টি পয়েন্টে টহল কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে;
- ভূমিকম্প, অগ্নি নির্বাপণ, উদ্ধার ও প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ে বস্তি এলাকায়, শপিংমল, হাটবাজার বিপণিবিতানে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এবং বহুতল/বাণিজ্যিক ভবনে ৭৭৪০টি মহড়া পরিচালনা করা হবে;
- অগ্নিনিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে ৪৯৩০টি বিভিন্ন শিল্পসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করা হবে;
- শিল্পসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের অগ্নিনিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে ৯৫টি জরিপকার্য পরিচালনা করা হবে;
- জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণে ১৪০৫০টি জনসংযোগ ও গণসংযোগ টপোগ্রাফি পরিচালনা করা হবে;
- অগ্নি নির্বাপণী মৌলিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ১,৬২,০০০ জনকে প্রশিক্ষিত করা হবে;
- ১১০০ জন নতুন কমিউনিটি ভলান্টিয়ার এবং ২৪০ জন ভলান্টিয়ারগণদের সতেজকরণ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে;
- সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে ৯৬ জনকে দেশীয় বিশেষ প্রশিক্ষণসহ ২০০ জনকে বৈদেশিক উচ্চতর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে;
- ১৩৪০০ টি মালগুদাম ও কারখানার জন্য ফায়ার লাইসেন্স প্রদান করা হবে;
- অনলাইনে ২৯৫টি বহুতল ও বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণের ছাড়পত্র প্রদান করা হবে;
- ফায়ার রিপোর্ট ও লাইসেন্স বাবদ ৭.৯ কোটি টাকা রাজস্ব আদায় করা হবে এবং
- ১৩০টি নতুন ফায়ার স্টেশনের পূর্ত কাজ সমাপ্ত করা হবে।